এক নজরে বরিশাল বিভাগের তথ্যাদি

ক্রমিক নং	বিষয়	পরিসংখ্যান
১	প্রতিষ্ঠাকাল	০১ জানুয়ারী ১৯৯৩
২	আয়তন (বর্গ কিঃ মিঃ)	১৩,২৫৪.৩৭
৩	লোক সংখ্যা (লক্ষ)	৭১৭০৯৮৯.৪৮
৪	সিটি কর্পোরেশন	০১টি (বরিশাল সিটি কর্পোরেশন)
৫	পৌরসভার সংখ্যা	২৬
৬	উপজেলা	৪২
৭	ইউনিয়ন	৩৬৩
৮	গ্রাম সংখ্যা	৪১৭৬
৯	শিক্ষার হার (%)	৭২%
১০	বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়	০১
১১	বিশ্ববিদ্যালয়	০১
১২	কলেজ	২৬২
১৩	মাধ্যমিক বিদ্যালয়	১,৩৬১
১৪	প্রাথমিক বিদ্যালয়	৫,৭৭৮
১৫	মাদ্রাসা	৪১৪৪
১৬	ইউনিয়ন ভূমি অফিস	২৫৪
১৭	মৌজা	৩১৫৯
১৮	হাট-বাজার	১,০৯৮
১৯	জলমহাল	৬৫৪
২০	ঊালুমহাল	৫৮
২১	ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান	২১,১৭৭ (মসজিদ-১৮,৮৫৯, মন্দির-২,২৯১,গীর্জা-২৭)
২২	আধুনিক হাসপাতাল	০৬
২৩	স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স	৩৫
২৪	টিবি ক্লিনিক	০৪
২৫	মা ও শিশু কল্যাণ কেন্দ্র	০৮
২৬	স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র	২৪১
২৭	ডায়াবেটিক হাসপাতাল	১৩
২৮	স্যাটেলাইট ক্লিনিক	২,১৫৬
২৯	সরকারী শিশু সদন	০৯
৩০	খাদ্য গুদাম	৬৭ (ধারণ ক্ষমতা-১,২৭,০০০মেঃটঃ)
৩১	ডাক বাংলো	৬৩
৩২	সার্কিট হাউজ	০৬
৩৩	ব্যাংক (সর্বমোট শাখা)	৪৪২
৩৪	বিসিক শিল্প নগরী	০৫
৩৫	মৎস্য বন্দর	২৪
৩৬	ফেরী ঘাট	৫৮
৩৭	স্টেডিয়াম	১৩
৩৮	ফায়ার সার্ভিস স্টেশন	১৬
৩৯	এনজিও সংখ্যা	২৬৮
৪০	সরকারী কাজে সম্পৃক্ত এনজিও সং	১২০
৪১	স্বাক্ষরতার হার	৫৬.৮% (পুরুষ: ৫৭.৬%, নারী : ৫৫.৯%)
৪২	দারিদ্রতার হার	২৬.৫%

বিভাগীয় কমিশনারের কার্যালয়ের পটভূমি :

ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর শাসনামলে বাংলার তৎকালীন গর্ভণর জেনারেল লর্ড ইউনিয়াম বেন্টিং ১৮২৯ সালে রাজস্ব ব্যবস্থা নিশ্চিতকরণ ও শাসন ব্যবস্থাকে দৃঢ়ীকরণের উদ্দেশ্যে বাংলার কয়েকটি জেলা নিয়ে একটি বিভাগের সৃষ্টি করেন। সেময় বিভাগীয় প্রধানের পদবী হয় বিভাগীয় কমিশনার (Divisional Commissioner)। একই বছর (১৮২৯) বর্ধমান, প্রেসিডেন্সী, ঢাকা, রাজশাহী ও চট্টগ্রাম বিভাগের সৃষ্টি হয়।

০১-০১-১৯৯৩ খ্রিঃ তারিখে বরিশাল বিভাগ প্রতিষ্ঠিত হয় এবং প্রথম বিভাগীয় কমিশনার হিসেবে জনাব মোহাম্মদ আবদুর রশীদ যোগদান করেন। বরিশাল বিভাগস্থ ০৬ টি জেলার প্রশাসনিক কেন্দ্র বরিশাল বিভাগীয় কমিশনারের কার্যালয়। বিভাগীয় কমিশনারের দিক নির্দেশনা ও তত্বাবধানে জেলা প্রশাসকগণ প্রশাসনিক কর্মকান্ড পরিচালনা করেন। বিভাগীয় কমিশনার বিভাগীয় আইন শৃঙ্খলা কমিটির সভাপতি, বিভাগীয় উন্নয়ন সমন্বয় কমিটির সভাপতি, বিভাগের প্রধান রাজস্ব কর্মকর্তা, কোর কমিটির সভাপতি, চোরাচালন প্রতিরোধ সংক্রান্ত টাস্কফোর্সের সভাপতি, বিভাগীয় নিয়োগ বাছাই কমিটির সভাপতি ও বিভাগীয় ক্রীড়া সংস্থার সভাপতি।

বরিশালের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস ও ঐতিহ্য ঃ

প্রাচীন কালে বরিশাল বাঙ্গালা নামে পরিচিত ছিলো। কালের বিবর্তনে এই বাঙ্গালা শব্দটি বাকলা হিসেবে পরিচিতি লাভ করে। শোনা যায় ডঃ কানুনগো নামক এক ব্যক্তি বাকলা বন্দর নির্মাণ করেন। এ সামুদ্রিক বন্দরে আরব ও পারস্যের বণিকেরা বাণিজ্য করতে আসতেন। দশম শতকে দক্ষিণ পূর্ববঙ্গে চন্দ্র রাজবংশ চন্দ্রদ্বীপ নামে একটি রাজ্য প্রতিষ্ঠা করে। বাকলা ছাড়াও চন্দ্রদ্বীপের অংশ ছিলো বর্তমান মাদারীপুর, গোপালগঞ্জ এবং বাগেরহাট জেলার অংশবিশেষ। চর্তুদশ শতকে সমগ্র বাংলাদেশ যখন মুসলমানদের দখলে তখন দনুজমর্দন দেব এই অঞ্চলে একটি স্বাধীন রাজ্য স্থাপন করেন যা বাকলা-চন্দ্রদ্বীপ নামে পরিচিত ছিলো। ১৭৯৭ সালে এখানে বাকেরগঞ্জ জেলা প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৮০১ সালে এই জেলার সদর দপ্তর গিরদে বন্দরে (বর্তমান বরিশাল শহর) স্থানান্তর করা হয়।

বরিশালের নামকরণ সম্পর্কে অনেক মতভেদ আছে। বড় বড় শালগাছের কারণে (বড়+শাল) = বরিশাল; পর্তুগীজ বণিক বেরী ও শেলীর প্রেম কাহিনী থেকে বরিশাল; বড় বড় লবণের গোলার জন্য বরিশাল ইত্যাদি। গিরদে বন্দরে (গ্রেট বন্দর) ঢাকার নবাবদের বড় বড় লবণের চৌকি ছিল। এ জেলার লবণের বড় বড় চৌকি ও বড় বড় দানার জন্য ইংরেজ এবং পর্তুগীজ বণিকরা এ অঞ্চলকে "বরিসল্ট" বলত। এ বরিসল্ট পরিবর্তিত হয়ে বরিশাল হয়েছে বলেও অনেকের ধারণা।

বরিশালের ঐতিহাসিক গুরুত্ব অনুধাবন করে তদানীন্তন বৃটিশ সরকার ১৯১৩-১৪ খ্রিস্টাব্দে বেঙ্গল ডিষ্ট্রিক্ট অ্যাডমিনিষ্ট্রেশন রিপোর্টে ফরিদপুর ও খুলনা জেলাসহ বরিশাল বিভাগ প্রতিষ্ঠার সুপারিশ করেন। পরবর্তীতে বিভিন্ন রাজনৈতিক কারণে যা বাস্তবায়িত হয়নি। পাকিস্তান আমলে বরিশালসহ এই জেলায় মোট ছয়টি মহকুমা ছিল। পাকিস্তান আমলেই পটুয়াখালী মহকুমাকে জেলায় রুপান্তর করা হয়। দেশ স্বাধীন হওয়ার পর ১৯৮৪ সালে বাকি চারটি মহকুমা জেলায় রুপান্তরিত হয় এবং বরিশাল, পটুয়াখালী, বরগুনা, পিরোজপুর, ভোলা ও ঝালকাঠি এই ছয়টি জেলা নিয়ে ১৯৯৩ সালের ১লা জানুয়ারি বরিশাল বিভাগের কার্যক্রম শুরু হয়।

বাংলার শস্য ভান্ডার বরিশাল একদা "এগ্রিকালচারাল ম্যানচেষ্টার" হিসেবে পরিচিত ছিল। বরিশালের অর্থনীতির সাথে সম্পৃক্ত ছিল বাংলার অর্থনীতি। পলি গঠিত উর্বর এ অঞ্চল ছিল কৃষির জন্য উৎকৃষ্ট এবং বসবাসের জন্য উত্তম। কৃষিই ছিল অর্থনীতির মূল উৎস। পর্যটক রালফ ফিস ১৫৮০ সালে বাকলাকে অত্যন্ত সম্পদশালী আখ্যায়িত করে এখানকার চাল, কার্পাস, রেশম বস্ত্র ও সুবৃহৎ ঘরের কথা উল্লেখ করেছেন।

১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধের সময় এ অঞ্চলের মানুষ অসামান্য সাহসিকতার সাথে পাক হানাদারদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলে। বাংলাদেশের সাতজন বীরশ্রেষ্ঠের মধ্যে বীরশ্রেষ্ঠে ক্যাপ্টেন মহিউদ্দিন জাহাঙ্গীর বরিশালের বাবুগঞ্জ উপজেলার এবং বীরশ্রেষ্ঠে সিপাহী মোস্তফা কামাল ভোলা জেলার দৌলতখান উপজেলার সন্তান। যুদ্ধকালীন সময়ে নৌ-পথে হেমায়েত বাহিনীর বীরত্ব গাঁথা ইতিহাসে আজও উজ্জ্বল হয়ে আছে।

বরিশাল অঞ্চল ১৮০০ সাল পর্যন্ত হিন্দু অধ্যুষিত ছিল। পরবর্তীতে বিভিন্ন এলাকা থেকে মুসলমানদের আগমন, ধর্মান্তর এবং হিন্দুদের ব্যাপকহারে দেশ ত্যাগের ফলে মুসলমানদের সংখ্যাধিক্য ঘটে। বর্তমানে এখানে কিছু সংখ্যক খৃষ্টান ও বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী মানুষও বসবাস করে। প্রাচীনকালে বরিশালে "চন্দ্রভদ্র" নামে এক জাতির বাস ছিল। বর্তমান নমঃশূদ্ররা তাঁদেরই বংশধর। সামাজিক আচার অনুষ্ঠান ও সাংস্কৃতিক দিক থেকে নিজস্ব স্বকীয়তা ধরে রেখে পটুয়াখালীর দক্ষিণ অঞ্চলে একটি জাতিগোষ্ঠী বাস করে, যারা রাখাইন নামে পরিচিত।

বরিশাল অঞ্চলের জনগণ সত্যিকার অর্থে আরামপ্রিয় ও ভোজন বিলাসী। পারিবারিকভাবে এরা খুবই ঘনিষ্ঠ ও আন্তরিক। তেলে-ঝালে রকমারী সুস্বাদু খাবারের পরে একটা মিষ্টান্ন ছাড়া তাদের তৃপ্তি আসে না। এখানে খেঁজুরের রস, গুড়, নারিকেল, দুগ্ধছানার তৈরি পিঠার প্রকার শ' এর কাছাকাছি।

বরিশাল বিভাগের উল্লেখযোগ্য দর্শনীয় স্থানসমূহ

বরিশাল বিভাগের অন্যতম দর্শনীয় স্থান হলো পটুয়াখালীর কুয়াকাটা সমুদ্র সৈকত, বাউফলের কমলারাণীর দিঘী, বরিশালের মাধবপাশার দূর্গাসাগর দিঘী, বরিশালের চাখারে শেরে বাংলা এ.কে. ফজলুল হক জাদুঘর ও উজিরপুরের গুঠিয়া বায়তুল আমান মসজিদ, বরগুনার সোনার চর, সোনাকাটা ইত্যাদি।

কুয়াকাটা সমুদ্র সৈকত: এ সমুদ্র সৈকত "সাগর কন্যা" নামে খ্যাত। "কুয়া" শব্দ থেকে স্থানীয়ভাবে কুয়াকাটা নামটি হয়েছে বলে সকলের ধারনা। এ অঞ্চলে রাখাইন সম্প্রদায়ের লোকেরা আবাস গড়ার পর খাওয়ার পানির জন্য কূপ খনন করে এবং সেখান থেকেই এ নামকরণের সৃষ্টি হয় বলে অনেকের ধারণা। এ সৈকতে একই স্থান থেকে সূর্যোদয় ও সূর্যাস্ত দেখা যায় যা বিশ্বে বিরল। প্রতি বছর প্রচুর পর্যটক এ সমুদ্র সৈকতে ভ্রমনে আসেন। সৈকতটি দৈর্ঘ্যে প্রায় ১৮ কিঃমিঃ এবং প্রশস্ত ৩ কিঃমিঃ। সৈকতের পাশে সবুজ বনের বেষ্টনী এবং আরো আছে সারি সারি নারিকেল গাছ। প্রতি বছর রাশ পূর্ণিমার সময় এখানে বড় মেলা বসে। এ মেলায় দূর-দূরান্ত থেকে প্রচুর মানুষ আসে।

অবস্থান ঃ পটুয়াখালী জেলার কলাপাড়া উপজেলায়। বরিশাল শহর থেকে প্রায় ১৪০ কিঃমিঃ দূরত্বে অবস্থিত।

২। *দূর্গা সাগর* ঃ বহু বছরের পুরানো বড় দিঘী। সুন্দর নিরিবিলি মনোমুগ্ধকর পরিবেশের কারণে প্রচুর লোকসমাগম হয়। বরিশাল শহরের সন্নিকটে অবস্থান হওয়ায় পিকনিক এবং বেড়ানোর জন্য সুন্দর ব্যবস্থা আছে এখানে। দুর্গাসাগর আজ একটি বনভোজন স্থানে পরিণত হয়েছে। এখানে প্রচুর অতিথি পাখির সমাগম হয়। এটি বাংলাদেশের দক্ষিণ অঞ্চলের সর্ববৃহৎ দীঘী, যার আয়তন ২,৫০০ হেক্টর। ১৭৮০ সালে রাজা জয় নারায়নের মাতা রানী দূর্গাবতী এ দীঘি খনন করান। দীঘির মাঝখানে জঙ্গলাকীর্ণ টিবি রয়েছে, যা দেখতে ছোট দ্বীপের মতো।

নির্মিত এ মসজিদটিতে অনেক লোক একসাথে নামায পড়তে পারে।

অবস্থান ঃ বরিশাল জেলার বাবুগঞ্জ উপজেলায় অবস্থিত। বরিশাল শহর থেকে প্রায় ১২ কিঃমিঃ দূরে অবস্থিত।

অবস্থান ঃ বরিশাল শহর থেকে প্রায় ১২ কিঃমিঃ দূরে বাবুগঞ্জ উপজেলার মাধবপাশা ইউনিয়নে।

৩। গুঠিয়া মসজিদ ঃ সাম্প্রতিক সময়ে ব্যক্তিমালিকানায় দর্শনীয়ভাবে তৈরী মসজিদ। মসজিদটি আধুনিক কারুকার্য মন্ডিতভাবে তৈরী করা হয়েছে। সুপরিসর ও বিস্তৃত জায়গা নিয়ে

৪। *মনপুরা দ্বীপ* ঃ মনপুরা ভোলা জেলার সর্বদক্ষিণে অবস্থিত কয়েকটি দ্বীপের সমন্বয়ে গঠিত একটি উপজেলা। এ উপজেলার বনাঞ্চলে হরিণসহ বিভিন্ন বণ্যপ্রাণী দেখতে পাওয়া যায়।

অবস্থান ঃ ভোলা জেলার বোরহানউদ্দিন উপজেলায় অবস্থিত।

৫। সোনাকাটা/সোনারচর ঃ একটি ছোট সমুদ্র সৈকত। মোহনা ঘিরে আছে সবুজ বেষ্টনী। এ সৈকতটি অপরূপ রূপে স্বমহিমায় ভাস্বর। জোয়ারের সময় সবুজ বেষ্টনী ৭/৮ ফুট পানির নীচে চলে যায়। এ সৈকতে নিরাপদ ভাবে গোসল করা যায়।

অবস্থান ঃ বরগুনা জেলা সদর থেকে ৩২ কিঃমিঃ দক্ষিণে আমতলী উপজেলায়।

৬। *চাখার ঃ* শেরে বাংলা ফজলুল হকের আবাসভূমি। বরিশাল জেলার বানারীপাড়া উপজেলায়। বরিশাল শহর থেকে প্রায় ১৮ কিঃমিঃ দূরত্বে অবস্থিত। এখানে একটি জাদুঘর রয়েছে।

৭। লালদিয়ার চর ঃ পাথরঘাটা উপজেলার সদর ইউনিয়নের হরিণঘাটা মৌজায় অবস্থিত লালদিয়ার চর সমুদ্র উপকূলবর্তী একটি শুটকী পল্লী। বরগুনা হতে ৩০ কি. মি. দূরে অবস্থিত বরগুনা সদরের নিশানবাড়িয়া খেয়াঘাট হতে ইঞ্জিনবোটে আনুমানিক ১ ঘন্টা অথবা স্পীডবোটে ৩০ মিনিট সময় লাগে। দক্ষিন অংশে সমুদ্র উপকূলবর্তী এবং প্রাকৃতির সৌন্দর্যে পরিপূর্ন। বিষখালী ও বলেশ্বর নদীর মোহনা এলাকা যা সাগরের সাথে মিলিত হয়েছে।

৮। গাবখান ঃ গাবখান চ্যানেলের উপর নির্মিত গাবখান ব্রীজটি ৫ম চীনমৈত্রী সেতু যা ঝালকাঠি জেলা সদরের খুব কাছাকাছি অবস্থিত। রূপসী বাংলার কবি জীবনানন্দ দাসের স্মৃতি বিজড়িত ধানসিঁড়ি নদী গাবখান চ্যানেলের সাথে সংযুক্ত থাকায় এর প্রতি পর্যটকদের তীব্র আকর্ষণ রয়েছে।

৯। মাহিলারা মঠঃ মাহিলারা মঠটি বরিশাল জেলার গৌরনদী উপজেলাধীন মাহিলারা গ্রামে অবস্থিত। মঠটি নবাব আলি বর্দি খানের (১৭৪০-১৭৫৬) শাসনামলে সরকার রূপ রাম দাশ গুপ্ত নামক স্থানীয় এক প্রভাবশালী ব্যক্তি কর্তৃক নির্মিত হয়েছিল বলে জানা যায়। ইহা সরকার মঠ নামেও পরিচিত। মঠটি নিঃসন্দেহে শিখর মন্দির শিল্পের এক অপূর্ব নিদর্শণ। এ সুউচ্চ মঠটি ইটালির লিসা টাওয়ারের সাথে মিল রয়েছে।

এছাড়া বরিশালের আরও কয়েকটি প্রসিদ্ধ জায়গা গুলো হচ্ছে-বরগুনা জেলায় সমুদ্র সৈকত, ঐতিহ্যবাহী বিবিচিনি শাহী মসজিদ, হরিণঘাটায় সুন্দর বনভূমি, রাখাইন এলাকা। ঝালকাঠি জেলায় জীবনানন্দ দাশের স্মৃতিবিজড়িত ধানসিঁড়ি নদী, ঝালকাঠিতে কীর্তিপাশা জমিদার বাড়ী। পিরোজপুর জেলায় রায়েরকাঠী জমিদার বাড়ী, মঠবাড়িয়ায় সাপলেজা কুঠি বাড়ী, পারেড় হাট জমিদার বাড়ী ইত্যাদি।